43640 - হজ্ব ও উমরার যে সময়গুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করছেনে

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হজ্ব ও উমরা আদায় করছেনে তখন কোন কোন সময়ে তনিি দোয়া করছেনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

জনেে রাখুন- আল্লাহ আপনাকে তাওফকি দনি- হজ্ব ও উমরা পালনকারী আল্লাহর মহেমান ও আল্লাহর কাছে আগত প্রতনিধিি। আল্লাহ তাদরেকে ডকেে পাঠয়িছেনে কছিু দয়োর জন্য, পুরস্কৃত করার জন্য। সহহি হাদসিে এসছে- "আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী, হজ্ব ও উমরা পালনকারী আল্লাহর প্রতনিধিি। তনিি তাদরেকে ডকেছেনে তারা তাঁর ডাকে সাড়া দয়িছে। তারা তাঁর নকিট প্রার্থনা করনে তনিি তাদরেকে দান করনে।"[সুনানে ইবনে মাজাহ, দখেুন: সলিসলিা সহহিা (১৯২০)]

আল্লাহ তাআলার সবচয়েে বড় দান হচ্ছ- তারা ফরিে যাবে সদেনিরে মত যদেনি তাদরে মা তাদরেকে প্রসব করছেলি অথচ তারা এসছেলি গুনাতে মুহ্যমান হয়ে, দোষত্রুটতিে ভারাক্রান্ত হয়ে।আল-করমি, আর-রহমি (সুমহান, অসীম দয়ালু) এর দরজায় অবস্থান নয়োর পর তারা সে স্থান ত্যাগ করবে গুনাহ থকেে হালকা হয়ে, আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টতিে অভষিক্তি হয়ে। সহহি হাদসিে এসছে-"যে ব্যক্তি হজ্ব আদায় করল কন্তিু পাপ কথা বা কাজ করল না সে তার গুনাহ থকেে এভাবে ফরিে আসবে যদেনি তার মা তাকে প্রসব করছে।"

পবত্রিময় সইে সত্তা, সুমহান তার যাত যনিি বায়তুল্লাহর উদ্দশ্যে একজন মুসলমানরে গুটকিয়কে পদক্ষপেরে বনিমিয়ে পাপে ভরা আমলনামাগুলো ভাঁজ করে রাখনে। কতইনা মহৎ এই সফর! এই সফর হতে যে ব্যক্তি বঞ্ছতি হয়তার আর কি পাওয়ার থাকে! আর যে ব্যক্তরিএই সফররে নসীব হয় সে এমন কহি-বা হারায়! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "মাবরুর হজ্বরে প্রতদিান হচ্ছে জান্নাত।" হজ্বরে মধ্যে যে সময়গুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করছেনে সগেুলো হচ্ছ-

১. সাফা পাহাড়ে দোয়া করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কভিাবে হজ্ব আদায় করছেনেসে বর্ণনা দয়িে জাবরি (রাঃ) যে লম্বা একটা হাদসি বর্ণনা করছেনে তাতঅোছ- তনিি সাফা পাহাড় দয়িে শুরু করছেনে। সাফা পাহাড়রে একবোরে শীর্ষে উঠছেনে যাতে কাবাকে দখেতে পান। এরপর কবিলামুখি হন এবং আল্লাহর একত্ববাদ ও মহত্বরে ঘোষণা দয়িে বলনে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারকিা লাহ। লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়নি কাদরি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদা, আনজাযা ওয়াদাহ, ওয়া নাসারা আবদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদা।

অর্থ- "নইে কোন উপাস্য এক আল্লাহ ব্যতীত। তাঁর শরীক নইে। রাজত্ব তাঁর জন্য। প্রশংসা তাঁর জন্য। তনিি সর্ববষিয়ে ক্ষমতাবান। নইে কোন উপাস্য এক আল্লাহ ব্যতীত। তনিি প্রতশ্রিুতি পূর্ণ করছেনে। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করছেনে এবং তনিি একাই সকল দলকে পরাজতি করছেনে। এরপর তনিি দোয়া করনে। এভাবে তনিবার বলছেনে।"[সহহি মুসলমি (১২১৮)]

২. মারওয়া পাহাড়রে উপর দোয়া করা। দললি হচ্ছ- পূর্বোক্ত হাদসি। তাতে রয়ছে- এরপর তনিি মারওয়ার উদ্দশ্যে রওয়ানা হন। যখন তনিি বাতনে ওয়াদি পৌঁছনে তখন তীব্রভাবে দৌঁড় দনে। এভাবে মারওয়াতে পৌঁছান এবং সাফার উপরে যা যা করছেনে মারওয়ার উপরওে তা তা করনে।[সহহি মুসলমি (১২১৮)] ৩. আল-মাশআর আল-হারামরে সন্নকিটে দোয়া করা। পূর্বোল্লখেতি হাদসিে রয়ছে- "এরপর তনিি কাসওয়াতে (তাঁর উট) আরোহণ করে 'আল-মাশআর আল-হারাম' এ আসনে। তারপর কবিলামুখী হয়ে দোয়া করনে। তাকবীর উচ্চারণ করনে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়নে ও আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করনে। আকাশ ভালভাবে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত সখোনে অবস্থান করনে।[সহহি মুসলমি (১২১৮)] ৪. আরাফার দনি দোয়া করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছ- আরাফার দনিরে দোয়া।[তরিমজিি (৩৫৮৫) শাইখ আলবানী "সহহিুল জামে" গ্রন্থে হাদসিটকিে হাসান বলছেনে] ৫. ছোট পলিার ও মধ্যবর্তী পলিারে কংকর নক্ষিপে করার পর দোয়া করা। ইমাম বুখারী তাঁর সহহি গ্রন্থে সালমে বনি আব্দুল্লাহ থকেে বর্ণনা করনে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর নকিটবর্তী পলিারে সাতটি কংকর নক্ষিপে করতনে। প্রত্যকেটি নক্ষিপেরে সাথে তাকবীর বলতনে। এরপর একটু সামনে এগয়িে এসে নীচু জায়গায় কবিলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়য়িে দাঁড়য়িে হাত তুলে দোয়া করতনে। এরপর পূর্বরে মত মধ্যবর্তী পলিারওে কংকর নক্ষিপে করতনে। তারপর উত্তর পার্শ্বরে নীচু জায়গায় এসে কবিলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়য়িে দাঁড়য়িে হাত উচু করে দোয়া করতনে। এরপর উপত্যকার একবোরে নীচে অবস্থতি 'আকাবা পলিারে' কংকর নক্ষিপে করতনে। নক্ষিপেরে পর আর দাঁড়াতনে না। তনিি বলতনে: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবইে আমল করতে দখেছে।[সহহি বুখারী (১৭৫২)] আল্লাহই ভাল জাননে।